চরৈবেতি

১৪২৪ বঙ্গাব্দ
চতুর্দশ বর্ষ
ত্রয়োদশ সংখ্যা

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন
বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন
সংস্কৃত বিভাগ

R.K.S.M. VIVEKANANDA VIDYABHAVAN • LIBRARY •

চরৈবেতি

১৪শ বর্ষ ● ১৩শ সংখ্যা ● আগষ্ট ২০১৭

'যদ্ ভদ্রং তন্ন আ সুব'
(শুক্লযজুর্বেদসংহতা, অধ্যায় ৩০, মন্ত্র -৩)

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন
বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন
সংস্কৃত বিভাগ

২১শে শ্রাবণ, ১৪২৪
৭ই আগষ্ট, ২০১৭

প্রকাশনা ঃ
সংস্কৃত বিভাগ
রামকৃষ্ণ সারদা মিশন
বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন
৩৩, শ্রীমা সারদা সরণি

সংস্কৃত বিভাগ ঃ
শ্রীমতী রুমা রায়
শ্রীমতী সাবেরী রক্ষিত
শ্রীমতী সংঘমিত্রা মুখার্জী
শ্রীমতী মৌমিতা দে
শ্রীমতী শর্মিলা দাস

মুদ্রক ঃ
সাহা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৯৮৩১১১৫১৫২
৫০৭/৮৭, যশোহর রোড, দেবেন্দ্র নগর,
কোলকাতা - ৭০০ ০৭৪

সম্পাদকীয়ম্

চরণ্ চরণ্ চরৈবেতি
ছন্দোময়ী অস্যা গতিঃ -
অগ্রজানাং কুসুমাশিসৈঃ
বয়স্যানাং সহযোগৈঃ
অনুজানাং সমুৎসাহৈঃ
চরণ্ চরণ্ চরৈবেতি
সুচিরঞ্চ চলিষ্যতি ।।

সম্পাদকীয়ম্

সূচীপত্রম্

		পৃষ্ঠা
১।	ভগিনী নিবেদিতা স্মরণে	১
২।	বেদান্তে 'আনন্দ'	৩
৩।	সংস্কৃতং ভারতীয়সংস্কৃতিশ্চ	৫
৪।	জাগৃহি সংস্কৃত	৭
৫।	মম পরিজনাঃ	৭
৬।	স্বামী বিবেকানন্দাষ্টকম্	৮
৭।	সংস্কৃতদিবসঃ	৯
৮।	দুর্গাপূজা	১০
৯।	মহাকবি ভারবিঃ	১১
১০।	অহিংসা পরমোঃ ধর্মঃ	১২
১১।	উত্তরে রামচরিত ভবভূতি বিশিষ্যতে	১৩
১২।	সংস্কৃতস্য উপযোগঃ	১৪

ভগিনী নিবেদিতা স্মরণে

প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা

ভগিনী নিবেদিতার জীবনকথা যেন এক মহাকাব্য, এক মহান বীরগাথা। তাঁর জীবন খানি তেজে বীর্যে মননে কর্মে সেবায় শ্রদ্ধায় উজ্জ্বল এক আলোকবর্ত্তিকা রূপে ভারতের মানুষদের সামনে চিরকাল বিধৃত থাকবে ও তাদের উন্নত ও মহৎ জীবনে উত্তরণে এক উদ্দীপনার সঞ্চার করবে।

১৮৬৭ সালের ২৮ অক্টোবর আয়ারল্যান্ডের ডুনগ্যানন নামে একটি ছোট্ট শহরে ধর্মযাজক রিচমন্ড নোবল ও মেরী নোবলের গৃহে তিনি জন্মগ্রহন করেন তাঁদের প্রথম সন্তানরূপে। ইনিই পরবর্তীতে ভগিনী নিবেদিতা নামে সর্বজন বিদিত হয়েছিলেন। তাঁর পিতৃগত 'নোবল' পদবীটির সঙ্গে পরবর্তী পরিচয় ভগিনী নিবেদিতার চরিত্র লক্ষণ আশ্চর্যভাবে মিলে গিয়েছিল। তিনি সত্যসত্যই 'noble hearted' ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং সম্পূর্ণভাবেই নিজেকে নিবেদন করেছিলেন মহা-ভারতের কল্যাণকল্পে ও তার গঠনে। শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রাম, - ভারতীয় জীবনের সর্বত্র ছিল তাঁর আন্তরিক ও মননশীল পদক্ষেপ ও তাতে নবপ্রেরণার সঞ্চার। ভারতের তৎকালীন মনীষিবৃন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, ইতিহাসবিদ, যদুনাথ সরকার, স্বাধীনতা সংগ্রামী অরবিন্দ - বারীন্দ্র, এঁরা সকলেই তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিবেদিতার অগ্নিময়ী বানী ও নিঃস্বার্থ উৎসাহ ও সেবায় ঋদ্ধ হয়েছেন ও নিবেদিতার কাছে চিরঋনে আবদ্ধ হয়ে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ভারতের নবজাগরণের শেষপাদে এক নতুন ভারতবর্ষ রূপ পেয়েছিল তাঁরই ধ্যানে মননে জীবনে কর্মে ও লেখনীতে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'The web of Indian life' (নিবেদিতার লেখা গ্রন্থ) এর ভূমিকায় ''যে মানস শক্তি সহায়ে একটি জাতির প্রাণের মূল পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়, তা আমাদের দৃষ্টি শক্তির বা স্পর্শশক্তির মতো একটি সহজাত শক্তি। এ শক্তি যে দৃশ্যবস্তুকে বিশ্লেষণপূর্বক দেখে তা নয়, দেখে প্রত্যক্ষ উপলব্ধিসহায়ে। যাদের এই মস্তদৃষ্টি নেই , তারা কেবল তথ্য ও ঘটনা পুঞ্জকে দেখতে পায়, তাদের মধ্যে অনুস্যুত অখন্ড সত্বাকে দেখতে পায় না। নিবেদিতার এই আশ্চর্য শক্তিটি ছিল, যার সহায়ে তিনি ভারতের অন্তরতম সত্যগুলিকে দেখতে পেয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের কাছে তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন এবং তারই সঙ্গে গুরু বিবেকানন্দ তাঁর প্রাণে ত্যাগ ও সেবার মন্ত্রও অনুপ্রবিষ্ট করান যার ফলশ্রুতিতে তাঁর মার্গারেট নোবল থেকে ভগিনী নিবেদিতায় রূপান্তর সম্ভব হয়েছিল। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে মার্গারেট নোবল উচ্চতর ভাবগ্রহনে সমর্থ ছিলেন প্রথম থেকেই তা নাহলে স্বামীজীর পক্ষে এই 'জন্মান্তর' ঘটানো সম্ভব হতো না।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে ভারতকন্যাদের জাতীয় প্রথায় শিক্ষাদানের জন্যই এদেশে এনেছিলেন। তাঁর মতে "এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান" সম্ভব নয়। পুরুষদের সঙ্গে সমভাবে ও সমমর্যাদায় মেয়েদের জন্য চাই শিক্ষাব্যবস্থা এবং পরাধীন ভারতকে বিদেশী শাসকদের হাত থেকে মুক্ত করতে গেলে আগে চাই যথার্থ যোগ্যতা অর্জন। শিক্ষাই তার জন্য একমাত্র পথ। কিন্তু বিদেশীদের অনুকরণে শিক্ষা নয়, চাই জাতীয় ভাবধারায় শিক্ষা /চাই ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ, শিল্প সাহিত্য - সর্ব বিষয়ে গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা / নিবেদিতাকে তিনি বলেছিলেন 'Education not only be national, but nation making' ভগিনী নিবেদিতা অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করে গেছেন, এবং জন্য কোন প্রতিকুল অবস্থাতেও পশ্চাদপদ হননি / রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন," নিজেকে এমন করে নিঃশেষে দান করার ক্ষমতা বা শক্তি আর কোন মানুষে এযাবৎ প্রত্যক্ষ করিনি। প্রতিদিনের গ্রাসাচ্ছাদন থেকে তিনি গরীব দুঃখীদের সাহায্য করেছেন, যে কোন বিপদে তাদের পাশে দাঁড়াতে একটুও দ্বিধা বোধ করেননি। তাঁর কথাই ছিল, 'our people - our country'.

আজকে যেটি নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় বলে সুপরিচিত, সেটি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। একদিন যা ছিল একটি ছোট চারাগাছ, আজ তা মহীরুহ হয়ে উঠেছে। ১৯১১ সালে মাত্র ৪৪ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয় শৈলশহর দার্জিলিংএ। সেই অন্তিম মুহূর্তেও তাঁর অদম্য spirit ঝলসে উঠেছিল এই বাক্যে - 'My boat is sinking, bur I shall see the sunrise'. তাঁর সমাধি স্থলে একটি ফলকে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম শিষ্য স্বামী অভেদানন্দজী উৎকীর্ন করে দিয়েছেন এই মহৎবাণী - "Here lies Sister Nivedita, who gave her all to India".

বেদান্তে 'আনন্দ'

মহর্ষি বরুণের পুত্র ভৃগু। তিনি পিতার কাছে এলেন ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য - 'অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি । বাবা , আমি সত্যকে জানতে চাই। জানতে চাই, যার পরে আর কিছু জানার থাকে না। সেই বৃহত্তম বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমার শিক্ষা দিন।' ঋষি বললেন, 'বৎস, কেবল শুনে তো সত্যস্বরূপ জানা সম্ভব নয়। তোমায় নিজেকে চেষ্টা করে জানতে হবে। তুমি তপস্যা কর।' পিতার আদেশ শিরোধার্য করে পুত্র চললেন তপস্যায়। বহু তপস্যার অন্তে তাঁর মনে হল - এই অন্ন, এই জগৎই তো সত্য। ফিরে চললেন পিতার কাছে। জানালেন তাঁর উপলব্ধি। কিন্তু পিতা মৃদু হেসে শুধু বললেন - আরও জানার চেষ্টা কর।' আরও তপস্যা, আরও তপস্যা ..... ভৃগুর মনে হল - তবে কি মানুষের প্রাণশক্তি , জীবনীশক্তিই সত্য ? প্রাণশক্তির প্রভাবেই তো সারা জগৎ চলছে। পিতার সম্মতি মিলল না। আরো তপস্যা চললো। মনের অপরিসীম শক্তি, তবে কি মন? না, তাও নয়। তবে নিশ্চয়ই চৈতন্য বা বিজ্ঞান। বিরাট চেতনাই তো ব্যক্তিচেতনায় প্রতিফলিত হয়ে জগত চালনা করে। বরুণ এবারও পুত্রকে বললেন, না, জানা হয় নি তোমার এখনও। যাও তপস্যা কর। এবারে তপস্যা অন্তে উদ্ভাসিত পুত্র ফিরে এল। জেনেছি বাবা, সেই আনন্দময়কে জেনেছি। আনন্দ থেকেই যে এই জগতের উৎপত্তি, আনন্দে স্থিতি, আনন্দেই বিলয়। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ - 'রসো বৈ সঃ। রসং হি এবায়ং লব্ধবা আনন্দী ভবতি - তাঁর আনন্দেই সব কিছু আনন্দোচ্ছল।

কি হয় ব্রহ্মানন্দ লাভ করলে? 'যদা হি এবৈষ এতস্মিন অদৃশ্যে, অনাত্ম্যে, অনিরুক্তেহনিলয়নেহভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোহভয়ং গতো ভবতি।' আত্মারাম ভয়শূন্য হন। 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান। ন বিভেতি কদাচন।'- সেই ব্রহ্মানন্দকে জানলে কখনও ভয় হয় না। স্বামীজী গল্প বলছিলেন। আলেকজান্ডার যখন ভারত জয় করতে আসেন তখন হিমালয়ে এক সন্নাসীর সংগে তাঁর দেখা হয়। তাঁর জ্ঞানগর্ভ কথায় মুগ্ধ হন সম্রাট। তাঁকে নিজের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়ায় নিয়ে যেতে চান। মৃদু হেসে আপত্তি জানান সন্ন্যাসী, তিনি তাঁর তপস্যাময় স্বাধীন জীবন ছেড়ে কেন যাবেন নাগরিক কোলাহলে? আলেকজান্ডার কখনো না শোনেন নি। তরবারি কোষমুক্ত করে ক্রোধে আরক্তিম সম্রাট বললেন, জানেন আপনাকে এই মুহূর্তে আমি হত্যা

করতে পারি। অর্ধনগ্ন সন্ন্যাসী সেই সূর্যের আলোয় ঝলসে ওঠা তরোয়ালের সামনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন । সম্রাট, এতবড় মিথ্যা কথা তুমি আগে কখনও বলনি। মরজগতের সম্রাট, তুমি হত্যা করবে আমাকে? আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। আমায় ছেদন করতে পারে না, দহন করতে পারে না। আমি অব্যয় আত্মা। সেই মৃত্যুঞ্জয়ী আনন্দময় পুরুষের সামনে রাজা নতশির হলেন।

কতরকমের নিরানন্দ আছে, ভয় আছে। বিষয়ভোগে রোগাক্রান্ত হওয়ার ভয়, অপযশের ভয়, শত্রু ভয়, রূপে বার্ধক্যের ভয়, সদগুণে নিন্দার ভয়, সর্বদাই মৃত্যুভয় - সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণং বৈরাগ্যমেবাভয়ম। সব কিছুতেই ভয় আছে। ভয় নেই শুধু বৈরাগ্যে। তাহলে অনাকাঙ্খাই কি আনন্দের পথ? যে আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমি অনুভব করবো - আনন্দ চিত্ত মাঝে, আনন্দ সর্ব কাজে, আনন্দ সর্বকালে, দুঃখে বিপদজালে - সেই মুক্তির আলো আসবে যে পথে তারই বার্তা দিয়েছে বেদান্ত। দেহমনের সুদূর পারে নিজেকে হারিয়ে ফেলার মুক্তি, গানের সুরে ঊর্ধায়নের মুক্তি, সর্বজনের মনের মাঝে ঠাঁই খুঁজে পাওয়ার মুক্তি - পূর্ণমুক্তির আনন্দ পেতে গেলে আমাদের বিশ্বধাতার যজ্ঞশালায় যেতে হবে। সেখানে আত্মহোমের বহ্নি জ্বলছে। 'অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান' - এই অগ্নিই আমাদের নিয়ে যাবে আনন্দের পথে, আনন্দস্বরূপে'।

প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণা

সংস্কৃতং ভারতীয়সংস্কৃতিশ্চ

অস্মাকং দেশো ভারতবর্ষম ইতি অভিধীয়তে। শকুন্তলেয় ভরত, কৈকেয়ী পুত্র-ভরত, নাট্যাচার্য্য ভরত প্রভতিনাং নামানুসারেন অয়ং দেশঃ ভারতম্ ইতি সংজ্ঞাম্, জগাম্, অতিপ্রাচীনকালে তপসা ব্রহ্মবচসা পরাক্রমেণ নযেন সাম্মনস্যেন বা মেঃ অয়ং দেশঃ উন্নীতঃ, তে জনাঃ আর্যাঃ ইতি প্রসিদ্ধাঃ তেষাং নিবাসেন অস্মাকং দেশঃ আর্যাবর্ত ইতি অপি সংজ্ঞপ্তঃ।

ভারতশব্দাৎ ভারতীয়শব্দঃ নিষ্পদ্যতে। সংস্কৃতি প্রগতিশীলা আত্মস্যাৎ করোতি। পুরাতনেন সহ নবীনং যদা সমন্বেতি তদা সংস্কৃতিং পরিপূর্ণতাং ঘাতি। ভারতীয় সংস্কৃতিঃ সর্বেষাং মঙ্গলম্ ইক্ষং কাময়তে –

'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ
সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ ভবেৎ।।'

ভারতীয় সংস্কৃতেঃ ইয়ং বিশেষতা অস্তি যৎ অত্র সর্বাং কামনাং সর্বাঃ ভাবনাঃ, সর্বাশ্চ প্রার্থনাঃ সমষ্টিযুতাঃ সন্তি। ভারতীয়া সংস্কৃতি স্বগুণ গরিমা সমস্ত বিশ্ব সংস্কৃতিষু শ্রেষ্ঠতমা বর্ততে।

ধার্মিক ভাবনা ভারতীয়ানাং প্রবৃত্তয়ঃ সামাণ্যতঃ দেবপারাঃ সঞ্জাতা। একস্মাৎ পুরুষাৎ ব্রহ্মণঃ বা জগতঃ সৃষ্টিং মত্বা দার্শনিক পদ্ধত্যা তদ্ ব্রহ্মভিজ্ঞতায়া মানবজীবনস্য সর্বোচ্চম্ উদ্দেশ্যং মুক্তিঃ ইতি সম্ভাবিতম্। ধর্মহীনঃ মনুষ্য পশুভিঃ সমানঃ।

পরলৌকিকী ভাবনা সৎকর্মনি জীবন বিনিয়োগ এব নরম্ অমরত্বং প্রাপয়তি মরাধমে। মরনাৎ পরং পরলোকং গচ্ছন্তঃ তে অন্তে মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি।

বিশ্ববন্ধুতা ভাবনা পৃথিব্যাং সর্বে জগদীশ্বরস্য পুত্রাঃ, বিশ্ববাসিনঃ আত্মীয় স্বরূপঃ, সর্বেষাং সুখকামনা ভারতীয় সংস্কৃতেঃ বৈশিষ্ট্যম্।

সাহিত্যং সংস্কৃতিশ্চ নিত্যসহচরে। ক্ষণম্ অপি এতে ন বিঘুজ্যতে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যং সংস্কৃতভাষয়া রচিতম্।

রামায়ন-মহাভারত-মহাকাব্যদ্বয়ং সংস্কৃত ভাষায়াং রচিতম্। এতৎ গ্রন্থদ্বয়ং সর্বৈঃ ভারতীয়ৈঃ বৈদিশিকৈশ্চ সমাদ্রিয়তে। পরন্তু এতৎ গ্রন্থদ্বয়ম্ অবলম্ব্য ভাস-ভারবি- ভবভূতি মাঘাদয় কবয়ঃ সংস্কৃত ভাষায়াম্ কাব্য নাটকাদীন্ বিরচয্য প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যম পরাং সমৃদ্ধিং সাধিতবন্তঃ। এতৎ বিহায় বেদাদিধর্মশাস্ত্রানি, ন্যায়-বেদান্তদি দর্শনশাস্ত্রানি ভেষজ, গণিত -জ্যোতিষ-রম্যরচনাদীনি সংস্কৃতভাষায়াশ্চ পুনরুজ্জীবনং ন কেবলং ভারতস্য কৃতে অবশ্যকম্, অপি তু পৃথিব্যাম্ অবস্থিতানাং সর্বেষাং মানবানাং শিক্ষায়ৈ তথা সমুন্নতয়ে তদ আবশ্যকম্।

জয়া মন্ডল
(তৃতীয় বর্ষ)

জাগৃহি সংস্কৃত

জাগৃহি সংস্কৃত ! জাগৃহি ভারত !
জাগৃহি সংস্কৃত তূর্ণম্।
নিখিল-ভুবন-জন-মানস-গগনং
কুরু মহসা পরিপূর্নম্।।
হে ভারতি নিজ বিশ্ববিমোহন
বীণা-নাদ -তরঙ্গম্।
সারয় মানব-দানব-হৃদয়ে
কুরু তৎ সরস-সরঙ্গম্।।
প্রতিবদনং বিলসতু সুরভাষা
ঋষি-মুনি-কবিবর-মান্যা।
জয়তু পরা মাতা ভুবি জয়তাৎ
সংস্কৃতবানী ধন্যা।।

নন্দিতা দাস
তৃতীয় বর্ষ, সংস্কৃত (সান্মানিক)

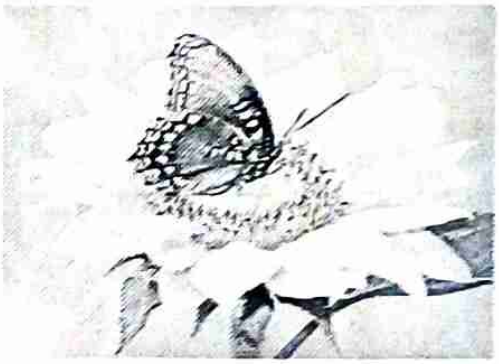

মম পরিজনাঃ

মাতা ত্বমসি মম
জীবনম্।
পিতা ত্বমসি মম
অহংকারম্।
স্বসা ত্বমসি মম
প্রিয়সখীম্।
জ্যেষ্ঠভ্রাতা ত্বমসি মম
পথ প্রদর্শকম্
মম শিক্ষিকা চ মম
অনুপ্রেরনা
ইমে সর্বজনামাম্ আশীর্বাদং লব্ধ্বা
জীবনপথি গচ্ছাম্যহম্।।

চায়না গরাই
দ্বিতীয়বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দাষ্টকম্

জনকো বিশ্বনাথশ্চ জননী ভুবনেশ্বরী।
গুরুঃ শ্রীরামকৃষ্ণশ্চ সিমলাপল্লীস্থিতং গৃহম।।১।।

ব্যাঘ্রবীর্য্যসমন্বিতঃ সৌম্যকান্তিবিমন্ডিতঃ।
ভারতমাতৃকাপুত্রো বিবেকানন্দনামকঃ ।।২।।

সপ্তর্ষি মন্ডলাদএ চাবির্ভুয় ধরাতলে ।
দক্ষিণহস্তরূপেনাসীৎ গুরোঃ কার্য্যসাধনে।।৩।।

ধর্মমহাসভায়শ্চ বিশ্ববিজয়ীনায়কঃ।
কর্মযোগী মহাত্যাগী শিবশক্তি সমন্বিতঃ।।৪।।

জীবদুঃখনিবারণে সর্বশক্তি নিয়োজিতঃ।
দীনস্য কুটিরে যথা রাজদ্বারে গতস্তথা।।৫।।

প্রজ্বাল্য ব্রহ্মতেজোহগ্নিং যুবকানাং হৃদিস্থলে।
ভারতাং স্বাধীনীবর্তুং প্রদত্তা প্রেরণ ত্বয়া।।৬।।

হিন্দুধর্মস্য রক্ষণে স্বাভিমানপ্রবর্তনে।
তব দাননসামান্যং পরিশোধ্যঃ কদাচ ন ।।৭।।

জীবসেবা শিবজ্ঞানে প্রবর্তিতা মহীতলে।
প্রণামোহন্ত পুনঃ পুনঃ তব পদ সুকোমলে।।৮।।

অর্পিতা সরকার
তৃতীয়বর্ষ
সংস্কৃত (সান্মানিক)

সংস্কৃতদিবসঃ

সংস্কৃতস্য সম্যক প্রারঃ প্রসারঃ তথা কার্যক্রমনির্ধারণার্থং ভারতবর্ষে সংস্কৃতদিবসঃ। খ্রিস্টীয় ১৯৬৯ তমাব্দে সংস্কৃত দিবসস্য শুভপ্রতিষ্ঠা জাতা। তদানীম্ আরভ্য প্রতিবর্ষং শ্রাবণী-পূর্ণিমা-তিথৌ রক্ষাবন্ধনদিবসে সংস্কৃতস্য রক্ষণার্থং বর্ধনার্থং চ সংস্কৃতদিবসঃ সর্বৈ ভারতবাসিভিঃ সাদরং পাল্যতে।

সংস্কৃতভাষা এব ভারতস্য প্রাণস্বরূপা। যথা প্রাণান্ বিনা দেহং ন জীবতি, তথা সংস্কৃতং বিনা ভারতমপি নির্জীবং ভবতি। অস্মাভি ভারতীয়ৈঃ মহতাদরেণ সংস্কৃতদিবস ইতি পাল্যতে। এতৎ ভাষা সর্বাসাং ভারতীয় - ভাষাণাং জননী, ধাত্রী, পালয়তি চ। সংস্কৃতম্ অন্তরা ভারতীয় ভাষা প্রাণহীনা এব। সংস্কৃতং ভারতীয়-সংস্কৃতেঃ মূলম্। তদস্মাকম্ ঐক্যবন্ধস্য নিদানম্। ভারতবর্ষস্য ঐতিহ্যং সংস্কৃতাধীনমেব। আঞ্চলিক-ভাষাণাং সংস্কৃতমেব প্রাণভূতম্। আসমুদ্র-হিমাচলং সংস্কৃতস্য এক এব উদাত্তো মন্ত্রঃ তীর্থে তীর্থে গীয়তে। প্রাচ্যপ্রতীচ্যয়োঃ মেলবন্ধনস্য একমেব নিদানং সংস্কৃতম্। যতঃ অস্মাকং জন্মনঃ আরভ্য মরণপর্যন্তং সর্বেষু সংস্কারেষু দেবকার্যাদিষু সংস্কৃতভাষায়াঃ প্রয়োগঃ আবশ্যকঃ এব।

স্বাধীনোত্তর ভারতে বহুভাষাভাষিণাং জনানাম্ ঐক্য-সংরক্ষণে, মাতৃভাষায়াং জ্ঞানার্জনে, চরিত্রস্য গঠনে তথা আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে মর্যাদালাভে সংস্কৃতস্য প্রয়োজনং নূনমেব স্বীকরণীয়ম্।

সৌপর্ণী দত্ত
তৃতীয় বর্ষ
সংস্কৃত সাম্মানিক

দুর্গাপূজা

প্রচলিতঃ প্রবাদানুসারেণ – "বঙ্গবাসীনা দ্বাদশেসু মাসেষু ত্রয়োদশ পার্বানি। বস্তুতঃ বাঙালি উৎসবরসিক সম্প্রদায়ঃ। বর্ষাকাল স্যাবসানে যাবৎ গগনে নভসি শুভ্রাণী মেঘানি বিচরন্তি, নদ্যাং তীরে কাশপুষ্পানাং সমারোহং দৃশ্যতে তদা আগচ্ছতি শরৎকালঃ অস্মাকং বঙ্গভূমে সূচয়তি বঙ্গবাসীনাং শারদোৎসবঃ –"দুর্গাপূজা"। মৃৎশিল্প্য ঃ চিন্ময়ী মাতরম্ মৃন্ময়ী রূপং দদাতি। আলোবাসজ্জয়া সজ্জিত চিত্র ভবন্তি। সাধারণতঃ আশ্বিনমাসস্য শুক্লাষষ্ঠীতঃ শুক্লানবমীং যাবৎ দিনচতুষ্টয়ং ব্যাপিনী ইতি উৎসবঃ ভবতি। ষষ্ঠ্যাং পূর্বাহ্নে দেব্যাঃ বোধনেন পূজা আরভতে। অষ্টম্যাঃ দিবসে বয়ং মাতরম্ নিকষা অঞ্জলীম্ যচ্ছন্তি। নবম্যাং সন্ধিপূজা ভবতি। দশম্যাং তিথৌ দেব্যাঃ নিরঞ্জনং ভবতি ।দিনচতুষ্টয়ং সমগ্রো দেশো মুখরিতা ভবতি।

দেবীদুর্গা দশভূজা । সা অস্মাকং শক্তিদাত্রী । সা দশভূজেন অস্ত্রানি ধারায়িত্বা অসুরাণাং হন্তি। তস্যাঃ দক্ষিনে লক্ষী; গণেশাশ্চ, বামে সরস্বতী; কার্ত্তিকেয়শ্চ যথাক্রমং স্থাপ্যন্তে। সর্বে জনঃ পারস্পরিকং সম্ভাষণপূর্বকং, গুরুজনাণাং প্রণামপূর্বকং চ বন্ধুজনাণাং আলিঙ্গন্তি দুর্গা-প্রতিমায়াঃ বিসর্জনান্তরম্।

দুর্গতিনাশিনী দেবীদুর্গা মহিষাসুরং হত্বা ত্রিলোকান অরক্ষৎ। মাতরম্ সকাশম্ অস্মাকং প্রার্থনা।

রূপং দেহি, জয়ং দেহি।
যশো দেহি দ্বিষো জহি।

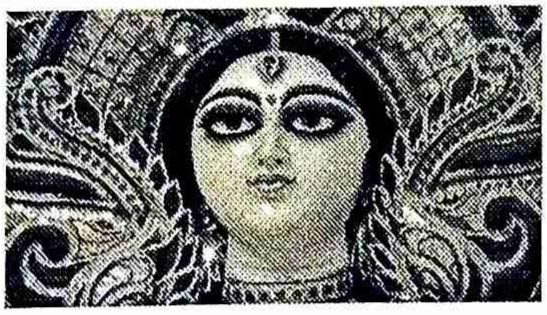

স্নিগ্ধা বেরা, পূজা ভুঁইমালী
পূবালি চৌধুরী
প্রথম বর্ষ
(সংস্কৃত সান্মানিক)

মহাকবি ভারবিঃ

সংস্কৃতসাহিত্যগগণে মহাকাব্যেঃ কালিদাসস্য পরং ভারবিঃ বিশেষ প্রতিষ্ঠান্ অলভত। স দাক্ষিণাত্যবাসী আসীদিতি সমালোচকানাং মতম্ । ভারবিঃ কৌশিকগোত্রীয়স্য নারায়ণস্য পুত্রঃ আসীৎ। তস্য আবির্ভাবঃ কালঃ ষষ্ঠশতাব্দী বৈদিকসাহিত্যে জৈন ধর্মশাস্ত্র-রাজনীতিশাস্ত্র-কামশাস্ত্র-পুরাণেষু তথা কাব্য অলংকার-নাট্যশাস্ত্রেষু তস্য পাণ্ডিত্যং পরিলক্ষিতম্। ভারবিঃ কেবলং 'কিরাতার্জ্জুনীয়ম্' নাম একমেব মহাকাব্যং রচয়িত্বা মহাকবিসংজ্ঞয়া পণ্ডিতসমাজে প্রখ্যাতঃ জাতঃ। মহর্ষি - ব্যাস বিরচিতস্য মহাভারতস্য বনপর্বনি বর্নিতস্য আখ্যানম্ অবলম্ব্য স অষ্টাদশসর্গেষু মহাকাব্যমিদং রচিতবান। অস্মিন কাব্যে কিরাতবেশধারিণা মহাদেবেন সহ অর্জুনস্য সংগ্রামো মধুরয়া সরলয়া চ রীত্যা বর্ণিতঃ। অস্মিন মহাকাব্যে দ্বিতীয়সর্গে ভীমসেনস্য কথনস্য প্রশংসাং কুর্বতা যুধিষ্ঠিরেণ উক্তম্ - "স্ফুটতা ন পদৈরপাকৃতা ন চ ন স্বীকৃতনর্থগৌরবম্। ভারবেঃ বাক্যং স্বল্পাবয়বম্। ক্বচিৎ সালংকারং, ক্বচিৎ তুনি রাভরণম্ পরন্তু তদপি অর্থভূয়িষ্ঠম্। অতঃ কেনচিৎ পণ্ডিতেন উক্তম্ –

উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
দণ্ডিনঃ পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ

ভারবেঃ কাব্যে কাব্যস্য ভাবাপেক্ষয়া কলানৈপুণ্যস্য অধিকং প্রাধান্যং বর্ততে। শব্দবৈচিত্র্যজনিতং কাব্যসৌন্দর্যং রসমাধুর্যং চ পাঠকচিত্তং ভাববিহ্বলং করোতি। কাব্যে প্রসাদ-মাধুর্যগুণ-সংযোজনেন, পদানাং বিশদত্বম্; অর্থগৌরব-সমন্বিতত্বং পুনরুক্তি দোষাভাবঃ বর্ণনানাং ক্রমবদ্ধত্বম্ অনিবার্যম।

রিতা রানী গায়েন
সোনালী প্রামানিক
বনশ্রী সিং
তৃতীয় বর্ষ

SM VIVEKANANDA VIDYABHAVAN LIBRARY

অহিংসা পরমোঃ ধর্মঃ

অহিংসা পঞ্চ মহাব্রতেষু প্রতিষ্ঠিতা অহিংসায়াঃ ব্যবহারঃ সর্বত্র সৌহার্দ্যং জনয়তি, সখ্যম্ উৎপাদয়তি, ঔদার্যং বিস্তারয়তি, দয়াভাবং বিভাবয়তি, শান্তিঃ চ প্রসারয়তি। অহিংসয়া জনঃ হিংস্রপশূন্ অপি বশীকরোতি কিমুত মনুষ্যান্। অতএব কথিতং তত্রভবতা ভগবতা পতঞ্জলিনা –

''অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।

সর্বে ধর্মা অহিংসায়াঃ প্রতিপাদনং কুর্বন্তি। ভগবতা বুদ্ধেন অহিংসায়াঃ মহান্ প্রচারঃ কৃতঃ। জীবনধারণায় আক্রমনকারিনঃ সকাশাৎ জীবনরক্ষায়াঃ কৃতে, ধর্মরক্ষার্থং বা যদি অনিবার্যকারনেন জীবহত্যা আপতিতা স্যাৎ, তদা সা হত্যা হিংসায়াঃ পর্যায়ে ন পততি। ভগবতা শ্রীবাসুদেবেন বহুষু অবতারেষু দুষ্কৃতাং নিধনং কৃত। পরশুরামেন পরমক্রোধয়া পৃথিবীয়ং ত্রিসপ্তকৃত্বঃ ক্ষত্রিয়বিহীনা কৃতা। সমাজ জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে চ প্রকৃতশান্তিঃ অহিংসয়া এব লভ্যাঃ।

অহিংসায়াঃ উদারতমং রূপং হি বিশ্বপ্রেমঃ। শান্তঃ মূলং হি অহিংসা। ক্ষমা হি অহিংসায়া এব রূপম অহিংসায়াঃ গৌরবম্ অবলোক্য মনুনা প্রতিপদ্যতে যৎ

স্বসুখসাধনায় ন প্রানিবধম্ আচরেৎ।

মৌমিতা বিশ্বাস
দ্বিতীয় বর্ষ
সংস্কৃত বিভাগ

উত্তরে রামচরিত ভবভূতি বিশিষ্যতে

সংস্কৃত সাহিত্য গগনে মহাকবেঃ কালিদাসাৎ পরং ভবভূতিঃ বিশেষপ্রতিষ্ঠাম্ অলভত। কবিঃ ভবভূতেঃ বিবিধশাস্ত্রেষু পান্ডিত্যম্ আসীৎ। "উত্তরে রামচরিতে ভবভূতিবিশিষ্যতে"- ইত্যাদিরূপে বহুশঃ প্রশংসিতঃ ভবভূতিঃ। সংস্কৃতস্য মহৎসু নাট্যকারেষু স অন্যতমঃ। দাক্ষিণাত্যে পদ্মপুরনাম্নি নগরে ব্রাহ্মণবংশে তস্য জন্ম অভূত। তস্য পিতুঃ নাম নীলকণ্ঠঃ মাতা আসীৎ জাতুকর্নী। তস্য জন্মকালঃ ৭০০ খ্রীষ্টাব্দেস ইতি স্বীকয়তে। ভবভূতিঃ কান্যকুব্জশ্বরস্য যশোবর্মণঃ সভাকবিঃ ইতি সর্বেষাং সুধিয়াম ঐক্যমতম্। বেদ-উপনিষদ্- দর্শন- অলংকার-ব্যাকরণদি শাস্ত্রেষু নিষ্ণাতঃ ভবভূতিঃ মালতী মাধবং মহাবীরচরিতম্ উত্তররামচরিতম্ ইতি নাটকত্রয়ং বিরচিতবান্।

উত্তররামচরিতস্য মহাকাব্যস্য নায়কঃ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রঃ। রামকথায়াঃ উত্তরাংশন্ অবলম্ব্য সপ্তাঙ্কং উত্তররামচরিতং ভবভূতেঃ শ্রেষ্ঠ নাটকম্। কবিঃ ভবভূতিঃ নাটকস্য অন্তে রামেণ সহ সীতায়াঃ মেলনং প্রদর্শিতবান্। অস্যং কবেঃ করুণরসঃ সর্বস্বভূতঃ। তস্য রসস্য চ প্রাধান্যং ভবভূতিঃ স্বয়মেব উদঘোষয়তি - "একো রসঃ করুণএব নিমিত্তভেদাদ্ ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিব শ্রুয়তে বিবর্তন্।

ভবভূতিনা যদ্যপি স্বনাটকেষু যত্রতত্র বীর করুণ বীভৎসাদিরসানাং প্রয়োগঃ কৃতঃ তথাপি করুণরসঃ এব তস্য রচনায়াং শিখরায়তে। উত্তররামচরিতে তৃতীয়াঙ্ক করুণসম্পূর্ণং বাতাবরণম্ উপস্থিতম্।

যথা - পরিপান্তুদুর্বলকপোলসুন্দরং
দধতী বিলোলকবরীকমাননম্।
করুণস্য মূর্তিরথবা শরীরিনী
বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী।।

করুণরসপরিবেশনে ভবভূতিঃ সর্বান্ কবীন্ অতিরিচ্য বর্ততে। উত্তর রামচরিতে নাট্যকৌশল প্রয়োগে, রসাভিবক্তৌ, প্রকৃতিবর্ণনে চ ভবভূতেঃ কৌশলং বিশেষতঃ প্রকট্যতে। ভবভূতৌ ভাবনাং কোমলতা, হৃদয়স্পর্শিতা , তাদাত্ম্যনুভূতিঃ সংবেদনশীলত্বং চ দৃষ্টা সহৃদয়ৈঃ জনৈঃ তস্য বিষয়ে "কারুণ্যভবভূতিরের তনুতে" ইত্যাদি – রূপেন বহুশঃ প্রশংসা কৃতা অস্তি। শব্দানাম অর্থগাম্ভীর্যং কবেঃ পান্ডিত্যং পরিচিনোতি।

রত্নাদীপ মন্ডল
অনিন্দিতা চক্রবর্তী
প্রিয়া রুইদাস
(তৃতীয় বর্ষ)

সংস্কৃতস্য উপযোগঃ

সংস্কৃত ভাষা পৃথিব্যাঃ প্রাচীনতমা ভাষা। সা ভারতবর্ষস্য অপূর্ব নিধিঃ। সংস্কৃত ভাষা দেবভাষা ইতি কথ্যতে। সংস্কৃতঃ সর্বাসাং ভারতীয় ভাষাণাং জননীস্বরূপা, ধাত্রী, পালয়িত্রী চ। অস্যাং ভাষায়াং বহুবিধানি শ্রুতি-স্মৃতি-নাট্য-কাব্যানি রচিতানি। অয়ং ভাষা রম্যা, মধুরা, সরলা, সরসা চ, ভারতবর্ষস্য প্রাচীন মহাকাব্যদ্বয়ম্ অস্যাং ভাষায়াং রচিতম্। ভারতবর্ষস্য যৎ ঐতিহ্যং তৎ তু সংস্কৃতাধীনম্ এব। সা আঞ্চলিকভাষানাং প্রাণভূতা। সংস্কৃতং ভারতীয় সংস্কৃতেঃ মূলম্। ভাস - কালিদাস - ভারবি - মাঘাদি কবয়শ্চ অস্যাং ভাষায়াং কৃতবন্ত। আসমুদ্র-হিমালম্ সংস্কৃতস্য একমেব মন্ত্রং তীর্থে তীর্থে গীয়তে। বৈদিক সাহিত্যে ঋগ্বেদঃ, যজুর্বেদঃ, সামবেদঃ, অথর্ববেদশ্চ চত্বারো বেদাঃ, ব্রাহ্মণগ্রন্থাঃ , আরণ্যকগ্রন্থা, উপনিষদগ্রন্থাশ্চ প্রাচীন ভারতবর্ষস্য চিন্তায়াঃ উৎকর্ষং প্রকাশন্তে। অপি চ ইয়ং ভাষা আধুনিক ভারতীয়ানাং মাতৃস্বরূপা, মহাত্মা গান্ধী অবদৎ -''সংস্কৃতং বিনা ভারতীয়াঃ সংস্কার বিহীনা এব''। বাংলা সাহিত্যেহপি ইয়ং ভাষায়াং প্রভাবঃ বিদ্যতে। জ্ঞানবিজ্ঞানাদি বিষয়েষু অস্যাঃ সমৃদ্ধিঃ প্রসিদ্ধাঃ। হিন্দু ধর্মস্য যৎ কিঞ্চিৎ কার্যং তৎ সর্বম এব দেবভাষায়াং বিনা নৈব সম্পদ্যতে। অতঃ সংস্কৃতস্য মহান্ উপযোগঃ অস্তি, ইদানীং বহবঃ ছাত্রাঃ সংস্কৃত ভাষয়া আকৃষ্টাঃ ভবন্তিঃ।

পারমিতা মন্ডল
সংস্কৃত বিভাগ
প্রথম বর্ষ

RK SM VIVEKANANDA VIDYABHAVAN • LIBRARY

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মিশন